ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 17 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৭৩ ● কলকাতা ● ১২ আষাঢ়, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ২৭ জুন ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

শনিবার শহরে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগামী শনিবার শহরে আসছেন রেলমন্ত্রী রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। ওই দিন তাঁর হাতেই পথচলা শুরু করবে দুটি ট্রেন। খবর তেমনটাই। ভারতের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শহরে আসছেন রেলমন্ত্রী। কোন কোন ট্রেন পথ চলা শুরু করবে?একই দিনে রানাঘাট ও শিয়ালদহে মাঝে এসি লোকালটিরও সূচনা হতে পারে। পূর্ব রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিকল্পনা রয়েছে তেমনই। তবে জাতীয় গ্রন্থাগার ও সাঁতরাগাছিতে অনুষ্ঠানের পর রেলমন্ত্রী সময় পেলে শিয়ালদহ থেকে ট্রেনটির সূচনা হবে। রেলমন্ত্রীর দেওয়া সময়ের উপরই নির্ভর করছে

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

সমুদ্র সৈকতে হনুমানকে দেখতে পেয়েই চা-বিস্কুট এগিয়ে দিলেন মমতা

দিঘা: রাত পোহালেই রথযাত্রা। দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রথম রথযাত্রায় অংশ নিতে বুধবারই পৌঁছে গিয়েছিলেন সৈকত নগরীতে। বৃহস্পতিবার (২৬ জুন) দ্বিতীয় দিনে নতুন জগন্নাথ মন্দির, পুরানো জগন্নাথ মন্দির (মাসির বাড়ি) সরেজমিনে পরিদর্শন করে রথযাত্রার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন।ওই বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান 'শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে পুরোহিতরা পুজোপাঠ শুরু করবেন। সাড়ে ৯টার পর জগন্নাথ মন্দির থেকে নিমকাঠের প্রভুর মূর্তি রথে তোলা হবে। আর পাথরের মূর্তি মন্দিরেই থাকবে। ২টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত আরতি হবে। ঠিক আড়াইটায় রথযাত্রা শুরু হবে। রাস্তার উপর কাউকে দাঁড়াতে দেওয়া হবে না। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ব্যারিকেডের মধ্যে থাকবেন ভক্তরা। রথ যেতে যেতে মাঝে থামবে। কারণ, মন্দির থেকে মাসির

এরপর ৩ পাতায়

মাদক দ্রব্য থেকে মানুষকে সচেতন করতে পুলিশের উদ্যোগে ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে পালিত হল মাদক বিরোধী দিবস

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

ধূমপান হোক অথবা মদ্যপান, গাঁজা কিংবা ড্রাগ, এই সমস্ত মাদকদ্রব্যের নেশায় আসক্ত যুবসমাজ। এই মাদকদ্রব্য যে জীবনের কতখানি ক্ষতি করে দেয়, সেই সচেতনতা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের নির্দেশে ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে পালন করা হল বিশ্ব মাদক বিরোধী দিবস। মাদক বিরোধী দিবস উপলক্ষে মাদকের কুপ্রভাব সম্পর্কে সচেতনা আরও বাড়াতে বিশেষ পদক্ষেপ নয়াগ্রাম থানার পুলিশের। বৃহস্পতিবার নয়াগ্রাম থানার নয়াগ্রাম গভমেন্ট আই.টি.আই কলেজে হয় মাদক বিরোধী সচেতনতা শিবির। ওই অনুষ্ঠানে কলেজের মোট ৮৫ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মাদকের ক্ষতির দিক গুলি সম্পর্কে সচেতন করা হয়। সেই সঙ্গে কেউ মাদক নিলে বা কোথাও মাদকের (গাঁজা, পোস্ত) চাষ হলে তা পুলিশ-প্রশাসনের নজরে আনতে বলা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও বলা হয়েছে যাতে তাঁরা পড়ুয়াদের এ সম্পর্কে সতর্ক করেন। উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুরের এসডিপিও পারভেজ সরফরাজ, নয়াগ্রাম থানার আই.সি সুদীপ ঘোষাল সহ অন্যান্যরা। এছাড়াও আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস উপলক্ষে সাঁকরাইল থানার উদ্যোগে কুলটিকরী এস.সি. হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আয়োজিত হয় সচেতনতামূলক পথযাত্রা। ছাত্র-ছাত্রী ও পুলিশ কর্মীরা প্লাকার্ড হাতে নিয়ে পদযাত্রায় পা মেলান। পদযাত্রাটি জনবহুল এলাকা, বাজারের পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে মাদক সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সাঁকরাইল থানার ওসি নীলমাধব দোলাই সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। এছাড়াও আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস উপলক্ষে জামবনির পড়িহাটিতে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিয়ে একটি সচেতনতা পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। পদযাত্রা থেকে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জামবনি থানার আই.সি অভিজিৎ বসু মল্লিক সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস উপলক্ষে বেলিয়াবেড়া থানার উদ্যোগে রান্টুয়া বাজারে আয়োজিত হয় সচেতনতামূলক পদযাত্রা ও ও বেলিয়াবেড়াতে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের নিয়ে আয়োজিত হয় সচেতনতা শিবির। মাদক সেবন করা শরীরের জন্য কতটা ক্ষতিকারক তা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তুলে ধরেন বেলিয়াবেড়া থানা পুলিশ আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন বেলিয়াবেড়া থানার ওসি নিলু মন্ডল সহ অন্যান্যরা। এছাড়াও গোপীবল্লভপুর থানার উদ্যোগে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গোপীবল্লভপুর বাজারে আয়োজিত হয় মাদক নিয়ে সচেতনতামূলক পদযাত্রা। উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর থানার আই.সি কার্তিক চন্দ্র রায়, পুলিশ আধিকারিক ঝন্টু মন্ডল, সন্দীপ সিংহ সহ অন্যান্যরা। পাশাপাশি মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার রুখতে বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম শহরে আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস পালন করলো ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। এদিন ঝাড়গ্রাম শহরে একটি সচেতনতামূলক পদযাত্রার মাধ্যমে সাধারণ মানুষজনকে মাদক নিয়ে সচেতনতার বার্তা দেন পুলিশ আধিকারিকরা। প্লাকাট হাতে পদযাত্রায় হাঁটেন পুলিশ কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম থানার আই.সি বিপ্লব কর্মকার সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।

দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে মাদক দিবস পালিত হলো

বেবি চক্রবর্ত্তী

এক পদযাত্রার মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা দিয়ে আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস পালন করল আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কোক ওভেন থানা। প্রতি বছর ২৬ জুন মাদক বিরোধী দিবস পালনের প্রধান লক্ষ্যই হল মারাত্মক এই সমস্যাটির প্রতি সারা বিশ্বের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এই উপলক্ষ্যে সাধারন মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার কোকওভেন

থানার পক্ষ থেকেও মাদক বিরোধী এক পদযাত্রা বের করা হয়। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী,শিক্ষকশিক্ষিকারাও মাদক বিরোধী প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে পদযাত্রায় অংশ নেয়। তাদের সঙ্গেই পদযাত্রায় পা মেলান কোক ওভেন থানার অফিসার ইনচার্জ মইনুল হক। পদযাত্রাটি কোক ওভেন থানা থেকে শুরু হয়ে লিলুয়া বাঁধ হয়ে দুর্গাপুর বাজার পরিক্রমা করে এসবি মোড়ে শেষ হয়।দুর্গাপুর বাজার এলাকায় একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পদযাত্রায় অংশ নেওয়া ছাত্রছাত্রীদের হাতে জলের বোতল সহ একটি করে ছাতা উপহার দেওয়া হয়।কোক ওভেন থানার অফিসার ইনচার্জ মইনুল হক এলাকার মানুষদের মাদক সহ সব ধরনের নেশা থেকে মুক্ত থাকার আহ্বান জানান।

(১ম পাতার পর)

সমুদ্র সৈকতে হনুমানকে দেখতে পেয়েই চা-বিস্কুট এগিয়ে দিলেন মমতা

বাড়ি দূরত্ব মাত্র পৌনে এক কিলোমিটার। ব্যারিকেডের সঙ্গে রশি ছোঁয়ানো থাকবে। রথযাত্রার পুণ্যতিথিতে মাসির বাড়ি পর্যন্ত রথ যাবে। উল্টো রথে আবার মাসির বাড়ি থেকে রথ মন্দিরে আসবে।তার পর সাংবাদিক সম্মেলন করে বিকেলের স্বভাবমতোই সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। সৈকতের কাছাকাছি হাঁটাহাঁটির ফাঁকেই এক জায়গায় সন্ধের চায়ে চুমুক দিয়েছিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। আর ঠিক তখনই তার সামনে হাজির হল এক হনুমান। অতিথিকে যেমন আপ্যায়ন করা হয় তেমনই প্রাণিটিকে আপ্যায়ন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। এগিয়ে দিলেন চায়ের কাপ, বিস্কুট। এমন আতিথেয়তা বোধ হয় আসা করেনি হনুমানটি তাই খানিকটা বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে রইল মুখ্যমন্ত্রীর দিকে। শেষে অবশ্য চা-বিস্কুট সাবাড় করেই লাফ দিয়ে পরবর্তী গন্তব্যে চলে গেল ভগবান রামচন্দ্রের পরম ভক্ত।

প্রথমে কথা ছিল দিঘার প্রথম রথযাত্রায় হাজির থাকতে বৃহস্পতিবার সৈকত শহরে পৌঁছবেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে অবশ্য সেই কর্মসূচির বদল ঘটিয়ে গতকাল বুধবার সন্ধেতেই দিঘা পৌঁছে গিয়েছিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। আজ দুপুর দেড়টা নাগাদ জগন্নাথ মন্দির পরিদর্শনে যান তিনি। আগামিকাল শুক্রবার (২৭ জুন) রথ কোন পথে এগোবে, কী ভাবে ভিড় নিয়ন্ত্রণ হবে, তা নিয়ে একটি বৈঠকও করেন। বৈঠকে হাজির ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ইন্দ্রনীল সেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ছাড়াও রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, ইসকনের রাধারমন দাসও।

(১ম পাতার পর)

শনিবার শহরে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী

এসি লোকালের সূচনা।একই দিনে রানাঘাট থেকে শিয়ালদহের মাঝে এসি লোকাল ট্রেনেরও সূচনা হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। পুরুলিয়া-হাওড়া ট্রেনটি উদ্বোধন অনুষ্ঠান সাঁতরাগাছিতে হবে বলে ইতিমধ্যেই সেই কথা জানিয়েছেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে পুরুলিয়া থেকে ছাড়বে ট্রেনটি। বাঁকুড়া, মশাগ্রাম হয়ে হাওড়ায় পৌঁছবে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস।

এই ট্রেন পরিষেবা চালু হলে ইন্দাস, সোনামুখী-সহ বাঁকুড়ার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের উপকার হবে। উপকৃত হবেন কর্ড শাখার মশাগ্রামের যাত্রীরা। যদিও পুরুলিয়া-হাওড়া (ভায়া মশাগ্রাম) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের টাইমটেবিল এখনও সরকারিভাবে প্রকাশ করা হয়নি। সূত্রের খবর, খুব শীঘ্রই সম্পূর্ণ টাইমটেবিল প্রকাশ করবে ভারতীয় রেল। তখনই জানিয়ে দেওয়া হবে যে কবে থেকে পুরুলিয়া-হাওড়া (ভায়া মশাগ্রাম) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের নিয়মিত পরিষেবা চালু হবে।

দীর্ঘদিন ধরেই মশাগ্রাম দিয়ে হাওড়া-বাঁকুড়ার ট্রেন চালু করার দাবি জানিয়ে আসছিলেন সেখানকার বাসিন্দারা। মশাগ্রাম দিয়ে ট্রেন চলাচল করলে হাওড়া এবং বাঁকুড়ার দূরত্ব প্রায় ৫০ কিলোমিটার কমে যাবে। একইভাবে কমে যাবে আদ্রা থেকে হাওড়ার দূরত্বও। লাভবান হবেন বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান এবং পুরুলিয়ার মানুষ। আগামি কয়েকমাসের মধ্যে বিষ্ণুপুর-জয়রামবাটি ট্রেনও চালু করে দেওয়া হবে। সকালে একটি ও বিকেলে একটি ট্রেন চলবে বলে জানা গিয়েছে।

সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি সম্পন্ন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা। বাবা সাহেব জন কল্যাণ সমিতি কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ (হেলা ইউনিটি) এর সদস্যরা ডঃ ভীম রাও আম্বেদকরের "একদিনের সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি" আয়োজন করেছিলেন। মিডিয়া ইনচার্জ বিজয় হেলা জানান যে এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ডঃ আরএস আনন্দ (প্রাক্তন সিএমও। বারাণসী), ডঃ সুবচন রাম (প্রাক্তন প্রধান আয়কর কমিশনার "মুম্বাই"), ইঞ্জিনিয়ার মো. জীবনেশ্বর প্রকাশ (জাতীয় সভাপতি বামসেফ - প্রাক্তন সচিব বিহার সরকার) জ্যোতি নাথ কুশওয়াহা (রিসোর্সেস ম্যানেজার (বামসেফ), রবি সাগর (সিইসি সদস্য বামসেফ) ইঞ্জিনিয়ার অনিল কুমার দাস (চীফ ম্যানেজার নেপাল পাওয়ার গ্রিড সরকার ভারত), জগদীশ মল্লিক (ধাপা মল্লিক সমাজ) এবং অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও, ২০২৫ সালে উত্তীর্ণ দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিশুদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। ছোট বাচ্চারা বাবা সাহেবের উপর কবিতা আবৃত্তি করে এবং তাদেরও পুরস্কার প্রদান করা হয়। সন্তোষ কুমার হেলা এবং বিনোদ হেলা বলেন যে বামসেফ ইন্ডিয়ান নেটিভ অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড কালচারাল ফোরাম এবং সমমনা সংগঠন, আমরা সবাই সমাজকে সচেতন করার জন্য একসাথে কাজ করব। সম্মানিত সকল অতিথিরা অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করেন। এ সময় লক্ষ্মী হেলা, রাখী হেলা, রানী হেলা, নেহা হেলা, মালা হেলা, সুমন হেলা, নীলম হেলা, সীতা হেলা, গীতা হেলা, বিটি হেলা, রুম্পা হেলা, কিরণ হেলা, লতা হেলা, সহ-সংগঠনের মহিলা সদস্য উপস্থিত ছিলেন।রামদিন হেলা, মহেশ হেলা, শান্তি লাল হেলা, মুকেশ হেলা, মেভা লাল হেলা, সন্তোষ কুমার হেলা, বিনোদ হেলা, চন্দন হেলা, শিবু হেলা, কানহাইয়া হেলা, রোহিত হেলা, আমান হেলা, সিএ রবি হেলা, সঞ্জয় হেলা, করণ হেলা, হীরা লাল হেলা, গোপাল হেলা, গোপাল হেলা, গোপাল হেলা। আরও উপস্থিত ছিলেন সন্দীপ হেলা, দীনানাথ দাস, সন্তোষ সিং, রিতেশ হেলা, মিথিলেশ দাস ও বিজয় হেলা।

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় গতি আনতে এবং তথ্য সুরক্ষার বিষয়টিকে আরও শক্তিশালী করতে স্টাফ সিলেকশন কমিশন ই-ডোশিয়ারের মাধ্যমে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় কাজ করবে

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন, ২০২৫

ডিজিটাল ইন্ডিয়ার ধারণার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে স্টাফ সিলেকশন কমিশন (এসএসসি) এখন থেকে কাগজের ডোশিয়ারের পরিবর্তে বৈদ্যুতিন ডোশিয়ার বা ই-ডোশিয়ারের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নথিপত্র সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক ও দপ্তরে পাঠাবে। এসএসসি বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রার্থীদের ডোশিয়ারগুলি ই-ডোশিয়ার পোর্টালে রেখে দেবে। বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তরের নোডাল আধিকারিকরা সেগুলি সহজেই ডাউনলোড করতে পারবেন।

নতুন এই ব্যবস্থাপনায় তথ্যের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত নোডাল আধিকারিকরাই লগইন করে প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারবেন। ফলে, কেউ অবৈধভাবে সেই তথ্য সংগ্রহ করে তাতে বিকৃতি ঘটাতে পারবে না। এছাড়াও, ই-ডোশিয়ারের মাধ্যমে নথিপত্র দ্রুত পাঠানো যাবে। কাগজে এইসব তথ্য তুলে ধরার জন্য যে অর্থ ব্যয় হ'ত, সেই অর্থের সাশ্রয় হবে। এসএসসি ২০২৪ সালের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়র এক্সামিনেশন, মাল্টি টাস্কিং স্টাফ এক্সামিনেশন, কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল এক্সামিনেশন সহ গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ই-ডোশিয়ার ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর করেছে। এরফলে, এসএসসি এবং বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তরের মধ্যে তথ্য বিনিময় সহজ হয়েছে। এর সুফল লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীর কাছে পৌঁছেছে।

সম্পাদকীয়

এয়ার ইন্ডিয়ার এআই-১৭১ বিমান থেকে উদ্ধার হওয়া ব্ল্যাক বক্সগুলির তথ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্ট্যাটাস রিপোর্ট

বিমান দুর্ঘটনার তদন্তের জন্য ভারত আইসিএও-র নিয়মাবলী এবং এয়ার ক্র্যাফট্ ইনভেসটিগেশন অফ অ্যাক্সিডেন্ট অ্যান্ড ইন্সিডেন্স রুলস ২০১৭ অনুসরণ করে। আইসিএও-র শিকাগো কনভেনশন (১৯৪৪) – এর স্বাক্ষরকারী দেশের মধ্যে ভারত অন্যতম। এই ধরনের তদন্তের জন্য এয়ার ক্র্যাফট্ অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি)-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এআই-১৭১ বিমানের দুর্ঘটনার ঠিক পরেই এএআইবি তদন্ত শুরুর উদ্যোগ গ্রহণ করে। নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী, তারা ১৩ জুন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। এই দলে আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী, সংস্থার মহানির্দেশক তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি ছাড়াও বিমান পরিবহণের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, এটিসি আধিকারিক, ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড (এনটিএসবি) – এর একজন করে আধিকারিক থাকেন। এনটিএসবি বিমানের নকশা ও কিভাবে সেটি তৈরি করা হয়েছে, সেই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখবে।

দুর্ঘটনাস্থল থেকে ১৩ জুন বিমানের ককপিট ভয়েস রেকর্ডার এবং ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার উদ্ধার করা হয়। ককপিট ভয়েস রেকর্ডারটি দুর্ঘটনাস্থলের একটি বাড়ির ছাদ থেকে উদ্ধার করা হয়। অন্যদিকে, ১৬ জুন ধ্বংস স্তূপের মধ্য থেকে ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডারটি উদ্ধার করা হয়। এরপর, প্রামাণ্য নীতি অনুসরণ করে, এগুলিকে যথাযথভাবে পরীক্ষাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময়ে ২৪ ঘন্টা এগুলি পুলিশের হেফাজতে থাকে। এছাড়াও, আহমেদাবাদে ২টি রেকর্ডারকেই সিসিটিভি-র আওতায় রাখা হয়। পরবর্তীতে এই ব্ল্যাক বক্সগুলিকে ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে করে ২৪ জুন দিল্লিতে আনা হয়। এএআইবি-র মহানির্দেশক ফ্রন্ট ব্ল্যাক বক্সকে নিয়ে আসেন। দলের বাকি সদস্যরা ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডারটি নিয়ে এসেছিলেন।

২০২৫ সালের ২৪ জুন এএআইবি-র মহানির্দেশক তাঁদের সংস্থার কারিগরি বিশেষজ্ঞ এবং ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড – এর সদস্যদের নিয়ে তথ্য আহরণের প্রক্রিয়া শুরু করেন। ফ্রন্ট ব্ল্যাক বক্স – এর ক্র্যাশ প্রোটেকশন মডিউল থেকে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও, মেমরি মডিউলটি সফলভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। এএআইবি-র গবেষণাগার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

দীঘার জগন্নাথ ধামে সর জমিনে রথ যাত্রার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গে আছেন পরিবহনমন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সুজিত বসু অরূপ বিশ্বাস

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(ষষ্ঠ পর্ব)

পূজিতা।অন্যান্য দেবদেবীর মতো সরস্বতীকে নিয়ে ভক্তের কল্পনার সীমা নেই। তিনি পশ্চিমবঙ্গে দ্বিভূজা, হংসবাহিনী। কিন্তু দেশের কোথাও কোথাও তিনি চতুর্ভূজা এবং ময়ূরবাহিনী। মহাভারত রচনা হওয়ার আগেই রাজপুতানার মরুভূমিতে সরস্বতী নদী অদৃশ্য হয়ে গেলেও কয়েকটি স্রোতধারা অবশিষ্ট ছিল। এই স্রোতধারা হল চমসোদ্ভেদ, শিবোদ্ভেদ ও নাগোদ্ভেদ। রাজস্থানের মরুভূমির বালির মধ্যে চলুর গ্রামের নিকটে সরস্বতী অদৃশ্য হয়ে ভবানীপুরে দৃশ্য হয়, আবার বলিচ্ছপুর নামকস্থানে অদৃশ্য হয়ে বরখের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সন্ত্রাসমূলক প্রতিটি কাজই অপরাধমূলক ও অযৌক্তিক, সম্মিলিত সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিপদ নির্মূল করতে এসসিও-কে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, চীনের কুইংডাও-এ এসসিও প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকে বললেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী

নতুন দিল্লি, ২৬ জুন ২০২৫

প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং চীনের কুইংডাওতে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের পরিবর্তিত নীতির বিস্তৃত রূপরেখা তুলে ধরে সম্মিলিত সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিপদ দূর করতে সদস্য দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ শান্তি, নিরাপত্তা ও আস্থাহীনতার সঙ্গে জড়িত। এই সব সমস্যার মূল কারণ হল বাড়তে থাকা মৌলবাদ, চরমপন্থা এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ।

তিনি বলেন, যেখানে সন্ত্রাসবাদ রয়েছে, গণবিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র রাষ্ট্রবহির্ভূত শক্তি এবং সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির হাতে চলে গেছে, সেখানে শান্তি ও সমৃদ্ধি থাকতে পারে না। এই চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলায় চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। যারা নিজেদের সংকীর্ণ ও স্বার্থপর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষকতা, লালন-পালন ও ব্যবহার করে, তাদের অবশ্যই তার ফল ভোগ করতে হবে। কিছু দেশ সীমান্তপারের সন্ত্রাসকে তাদের রাষ্ট্রীয় নীতির অঙ্গ করে তুলে সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেয়, এই দ্বিচারিতার কোন স্থান নেই। এসসিও-র উচিত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তার নিন্দা করা।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁও-এ নৃশংস সন্ত্রাসবাদী হামলার জবাব দিতে ভারত অপারেশন সিঁদুর চালায়। এক্ষেত্রে ভারত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করেছে এবং ভবিষ্যতে হতে চলা সীমান্তপারের সন্ত্রাস আটকেছে। পহেলগাঁও জঙ্গি হামলায় ধর্মীয় পরিচয় জেনে বেছে বেছে গুলি করা হয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘের তালিকায়

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তবে ভয়াল মাতৃকারা হরপ্পা সভ্যতায় ছিলেন আমরা দেখেছি। বোধনে প্রতীকী জন্ম আর দীপান্বিতায় প্রতীকী নির্বাণ, এই রূপক বড় সুন্দর। দীপান্বিতার আলো সেক্ষেত্রে মোক্ষের প্রতীক।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

'অম্বুবাচী' কেন পালিত হয় এবং দেবী কামাখ্যার পৌরাণিক কাহিনী

(গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহে বসুন্ধরা যেন সিক্ত হয়)

বেবি চক্রবর্ত্তী

(পঞ্চম পর্ব)

উপস্থিত হলো। যেহেতু উনি এই ধরাধামের পালনকর্তা। সতীর শবদেহ চিন্ময়বস্তু। শিবগাত্র স্পর্শে তার মহিমা হাজার গুণ বেড়ে গেছে। জগৎপালক বিষ্ণু তখন জগতের মঙ্গলকামনার্থে তাঁর সুদর্শন চক্রের সাহায্যে ধীরে ধীরে একান্ন খন্ডে বিভক্ত করলেন। দেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধরাধামের যেখানে যেখানে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে তা পাথরে পরিণত হলো। সেই সব স্থান পবিত্র মহাপীঠ রূপে প্রসিদ্ধ লাভ করলো। এই একান্নটা মহাপীঠ ছাড়াও ছাব্বিশটা উপপীঠ রয়েছে। কামরূপে মায়ের মাতৃঅঙ্গ পতিত হয়েছিল। যে স্থানে দেবীর যোনি পতিত হয়েছিল সেই স্থান হচ্ছে তীর্থচূড়ামণি। তীর্থচূড়ামনির অর্থ হলো সব তীর্থের মধ্যে সেরা তীর্থ স্থান। যেখানে সতীর যোনি মন্ডল পতিত হয়েছিল সেই জায়গাটাকে বলে কুব্জিকাপীঠ। কথিত আছে যোনিরূপ যে প্রস্তরখণ্ডে মা কামাক্ষা অবস্থান করছেন, সেই শিলা স্পর্শ করলে

মানুষ মুক্তিলাভ করে।

এই প্রসঙ্গে কালিকাপুরাণের একটা গল্প ছিলো। কালিকাপুরাণের ছাব্বিশতম অধ্যায়ে কামাক্ষার বর্ণনা রয়েছে। পূর্বে এই পর্বতের উচ্চতা ছিল শতেক যোজন। কিন্তু মহামায়া সতীর যোনি অঙ্গ পতিত হওয়ার পর এই উচ্চ পর্বত মহামায়ার যোনি মন্ডলের ভার সহ্যে করতে না পেরে কেঁপে উঠলো এবং ক্রমশঃ পাতালে প্রবেশ করতে লাগলো। তখন শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রত্যেকে একটা করে শৃঙ্গ ধারন করলেন। তাদের সঙ্গে মহামায়া স্বয়ং সমবেত হলেন। এবং পাতাল প্রবেশ থেকে রক্ষা করলেন এই শৃঙ্গকে। ফলে পর্বতের উচ্চতা একশতো যোজন থেকে এক ক্রোশ উঁচু হয়ে গেল। আর মাতৃ যোনি পতিত হওয়ার ফলে পর্বতের রং নীল বর্ণ আকার ধারণ করলো। তাই পর্বতের নাম হলো নীলাচল পর্বত। এই মহামায়া নিখিল জগতের প্রকৃতি এবং এই জগতের প্রসব-কারিণী তাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তাকে ধারণ করে রেখেছেন।এদিকে মহাযোগী মহাদেব, স্ত্রী সতী বিরহে পাগল প্রায় অবস্থা। তাঁর মনে মহাবৈরাগ্যের উদয় হলো। তিনি হিমালয়ের দুর্গম স্থানে গিয়ে তপস্যায় নিমগ্ন হলেন। সেই মহাযোগীর ধ্যান ভঙ্গ করে কার সাধ্য। দক্ষযজ্ঞে সতীদেবী প্রাণত্যাগ করার পর গিরিরাজ হিমালয়ের গৃহে মেনকার গর্ভে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করলেন। শিশু কন্যাকে সকলে গিরিজা, পার্বতী আরও নামে ডাকতে শুরু করলেন। এদিকে পিতামহ ব্রহ্মা তারকসুর নামে অসুররাজের কঠোর তপস্যায় সুপ্রসন্ন হয়ে তাকে বর দিলেন ত্রিভুবন শিবের ঔরাসজাত সন্তান ভিন্ন কেউই তাকে বধ করতে পারবে না। ব্রহ্মার বরে বলীয়ান তারকাসুর ত্রিলোক জয় করে দেবতাদের প্রজা বানিয়ে দিলেন। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ব্রহ্মার শরাণাপন্ন হয়ে তাঁকে সব জানালেন। ব্রহ্মা সব শুনেটুনে বেশ চিন্তিত হয়ে পরলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনজনে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্তা একজন এইভাবে উদাসীন হয়ে পরলে সৃষ্টিরক্ষা করা মহা মুস্কিল। তার ওপর তারকাসুরের ঝামেলা। ব্রহ্মা তখন দেবতাদের ডেকে বললেন,সতী দেহত্যাগের পর গিরিরাজের ঔরসে মেনকার গর্ভে স্থান পেয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। একমাত্র শিব বীর্য হতে উৎপন্ন সন্তান তারকাসুরকে বধ করতে পারবে। সবশুনে-টুনে দেবতারা যেন একটা ক্ষীণ আলোর রেখা দেখতে পেল। প্রথমে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করতে হবে, দ্বিতীয় শিবের বিয়ে দিতে হবে। চলো নারদের কাছে। নারদ দেবতাদের কথা শুনে আনন্দে নেচে উঠলেন। চলে গেলেন হিমালয় রাজের কাছে। গিরিরাজ এবং তার স্ত্রী মেনকা সব শুনে মহা খুশী। তার কন্যার সঙ্গে শিবের বিয়ে হবে। এর

ক্রমশঃ

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

সাইবার সতর্কতা

সাইবার জালিয়াতি প্রতিরোধের উপায়

ভেবে চিন্তে ক্লিক করুন
যেকোনো মেসেজ, ফোন কল বা ইমেল যা আপনাকে আপনার ব্যাঙ্ক একাউন্ট নম্বর, পাসওয়ার্ড, আধার নম্বর, সি.ভি.ভি নম্বর, ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড নম্বরগুলি দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, তা থেকে সাবধান হওয়া উচিৎ।

জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন
সমস্ত অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটের জন্য আলাদা এবং জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। পাসওয়ার্ড মাল্টি ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (MFA) -এর সাথে সুরক্ষিত রাখুন।

সফ্টওয়্যার আপডেট রাখুন
সুরক্ষিত থাকতে সর্বদা আপনার মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট এবং ল্যাপটপের অপারেটিং সিস্টেম নিয়মিত আপডেট রাখুন।

Wi-Fi নিরাপত্তা
Wi-Fi সর্বদা পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত রাখুন, এক্ষেত্রে WPA3 সক্ষম জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। রাউটার ফার্মওয়্যার নিয়মিত আপডেট রাখুন।

সাইবার অপরাধ নথিভুক্ত করতে লগ অন করুন www.cybercrime.gov.in - এ অথবা আরও জানতে কল করুন ১৯৩০ নম্বরে

সতর্ক থাকুন, নিরাপদে থাকুন
সি.আই.ডি. পশ্চিমবঙ্গ

(৪ পাতার পর)

সন্ত্রাসমূলক প্রতিটি কাজই অপরাধমূলক ও অযৌক্তিক, সম্মিলিত সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিপদ নির্মূল করতে এসসিও-কে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, চীনের ক্যুইংডাও-এ এসসিও প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকে বললেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী

থাকা সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার শাখা সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। যেভাবে এই হামলা চালানো হয়েছিল তার সঙ্গে ভারতে লস্কর-ই-তৈবার চালানো আগের জঙ্গি হামলাগুলির সাদৃশ্য আছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত যে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে, তা তার কাজে প্রতিফলিত হয়েছে। আমরা বুঝিয়ে দিয়েছি, সন্ত্রাসের কেন্দ্রগুলি আর নিরাপদ নয় এবং আমরা তাদের নিশানা করতে কোন দ্বিধা করবো না।

শ্রী সিং সন্ত্রাসবাদের অপরাধী, সংগঠক, আর্থিক মদতদাতা ও পৃষ্ঠপোষকদের বিচারের আওতায় আনার প্রয়োজনীয়তা পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, সন্ত্রাস যেখানেই হোক, যে বা যারাই তার পিছনে থাকুক, প্রতিটি সন্ত্রাসমূলক কাজই অপরাধমূলক এবং অযৌক্তিক। এসসিও সদস্য রাষ্ট্রগুলির উচিত দ্ব্যর্থহীন ভাবে এর নিন্দা করা। সন্ত্রাসবাদের সমস্ত রূপ ও আকারের বিরুদ্ধে লড়তে ভারত সংকল্পবদ্ধ বলে তিনি জানান।

যুবসমাজের মধ্যে মৌলবাদের প্রসার রোধে সক্রিয় উদ্যোগের আহ্বান জানিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, RATS ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর মোকাবিলা করা হচ্ছে। ভারতের সভাপতিত্বের সময় 'সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও চরমপন্থার দিকে চালিত মৌলবাদের মোকাবিলা' শীর্ষক যে যৌথ বিবৃতি এসসিও রাষ্ট্রপ্রধানরা জারি করেছিলেন, তা আমাদের অভিন্ন অঙ্গীকারের প্রতীক বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সীমান্তে ড্রোনের মাধ্যমে অস্ত্র ও মাদক পাচার সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদীরা প্রযুক্তির যে ব্যবহার করছে, তার মোকাবিলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে শ্রী সিং বলেন, আন্তঃসংযুক্ত এই পৃথিবীতে প্রথাগত সীমান্ত এখন আর নিরাপদ নয়। বিশ্ব বর্তমানে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, সাইবার হামলা থেকে শুরু করে হাইব্রিড যুদ্ধের হুমকির মুখোমুখি হচ্ছে। এর মোকাবিলায় স্বচ্ছতা, পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার মাধ্যমে যৌথ ও ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস নিতে হবে।

বর্তমান অনিশ্চিত ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এসসিও-র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, বিশ্বের মোট জিডিপি-তে এর সদস্য রাষ্ট্রগুলির ভাগ প্রায় ৩০ শতাংশ, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ এই দেশগুলিতে বসবাস করেন। সুরক্ষিত, নিরাপদ ও সুস্থিত অঞ্চল গড়ে তোলা এক যৌথ দায়িত্ব বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শ্রী রাজনাথ সিং বলেন, বিশ্বায়ন বর্তমানে গতি হারাচ্ছে। করোনা অতিমারীর পরে বহুপ্রাক্ষিক ব্যবস্থার দুর্বলতা, শান্তি ও সুরক্ষা বজায় রাখা থেকে শুরু করে অর্থনীতির পুনর্গঠন – সব ক্ষেত্রেই সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা ক্রমশ বাড়ছে, ভূ-রাজনৈতিক রেষারেষিতে বাণিজ্য ও প্রযুক্তিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বহুপাক্ষিকতার সংস্কারের মাধ্যমে আলোচনা ও সহযোগিতার ব্যবস্থা গড়ে তুললে তা দেশগুলির মধ্যে সংঘাত কমিয়ে সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করবে বলে ভারত বিশ্বাস করে।

মধ্য এশিয়ার সঙ্গে সংযোগ বৃদ্ধিতে ভারতের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, সংযোগের উন্নতিসাধন কেবল পারস্পরিক বাণিজ্য বাড়ায় না, তা পারস্পরিক আস্থারও সঞ্চার করে। এসসিও সনদে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখন্ডতাকে মর্যাদা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

শ্রী রাজনাথ সিং বলেন, আফগানিস্তানের শান্তি, সুরক্ষা ও সুস্থিতিতে ভারত বরাবর সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। অবিলম্বে সেখানে মানবিক সহায়তা এবং সার্বিক উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে। আফগানিস্তানের বৃহত্তম আঞ্চলিক উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে ভারত সেদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ধারাবাহিক সাহায্য চালিয়ে যাবে।

অতিমারী, জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য ও জল সুরক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক সমস্যার উল্লেখ করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, এগুলির কোন সীমানা হয় না। সব দেশের মানুষের জীবনেই এগুলির প্রভাব পড়ে। দায়িত্বশীল নীতি এবং রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া এর মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, ভারত বিপর্যয় মোকাবিলা পরিকাঠামো সংক্রান্ত জোট গঠনের যে উদ্যোগ নিয়েছে, তাতে বিপর্যয় মোকাবিলার পাশাপাশি ঝুঁকি সংক্রান্ত পরিকাঠামোও গড়ে উঠবে। মানবিক সহায়তা ও ত্রাণের ক্ষেত্রে দেশগুলি কীভাবে একযোগে এগিয়ে এসে অভিন্ন উদ্যোগ নিতে পারে এ তার এক নিদর্শন।

শ্রী সিং বলেন, ভারতের সাগর ও মহাসাগর দৃষ্টিভঙ্গী আঞ্চলিক বিকাশ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সুস্থিতি ও নিরাপত্তার ভাবনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এসসিও সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বৃহত্তর সহযোগিতা ও পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধিতে ভারতের পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিয়ে তিনি নাগরিকদের আশা-আকাঙ্খা পূরণ এবং বর্তমান সমস্যাগুলির মোকাবিলায় দেশগুলিকে একযোগে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, বসুধৈব কুটুম্বকম-এর আদর্শে বিশ্বাসী ভারত 'এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ'-এর চেতনাকে সামনে রেখে বিশ্বজনীন সমস্যাগুলির মোকাবিলায় বৃহত্তর ঐকমত্য গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছে। এক্ষেত্রে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সুবিধা আমাদের দিশা নির্দেশ করবে।

মুম্বাইয়ে জিও পার্সি প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপকদের জন্য সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে শনাক্তকরণের বিশেষ উদ্যোগ কার্যকর করেছে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পার্সি সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা হ্রাসের সমস্যাটি সমাধানের জন্য সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক আজ মুম্বাইতে জিও পার্সি প্রকল্পে সুবিধাপ্রাপকদের জন্য বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে শনাক্তকরণে বিশেষ এক উদ্যোগ কার্যকর করেছে।

মন্ত্রকের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা বম্বে পার্সি পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি এবং মহারাষ্ট্র সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করেন। তাঁরা সুবিধাপ্রাপকদের সঙ্গে মতবিনিময়ও করেছেন। অনুষ্ঠানে মুম্বাই শহরের নথিভুক্ত ১৪৮ জন সুবিধাপ্রাপকের মধ্যে ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে বার্ষিক শনাক্তকরণের এই কর্মসূচিতে সবধরনের নিয়ম মেনে চলেন।

জিও পার্সি প্রকল্পটির আওতায় রয়েছে –

চিকিৎসা পরিষেবায় সহযোগিতা – আইভিএফ, আইসিএসআই, সারোগেসি এবং গর্ভধারণের পর প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বনের মতো বিষয়ে আর্থিক সহায়তা করা হয়।

পার্সি সম্প্রদায়ের সুস্বাস্থ্যের দিকটি বিবেচনা করে এই সম্প্রদায়ের শিশুদের এবং বয়স্ক নাগরিকদের চিকিৎসা পরিষেবার জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পার্সিদের মধ্যে বিয়ে করার বিষয়টিতে উৎসাহ দেওয়া এবং সন্তান ধারণে উৎসাহিত করতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রক, এই প্রকল্পের সুবিধা যাতে সকল পার্সি সম্প্রদায়ের সদস্যদের কাছে পৌঁছয়, তার জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে এই প্রকল্পে যুক্ত হওয়ার জন্য ১৩৮টি নতুন আবেদনপত্র জমা পড়েছে।

আজকের বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে শনাক্তকরণের সফল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পার্সি সম্প্রদায়ের কাছে যাতে এই প্রকল্পটি স্বচ্ছভাবে বাস্তবায়িত হয়, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

সিনেমার খবর

প্রিয়জনকে হারিয়ে শোকে কাতর প্রিয়াঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে কয়েক দিন ধরেই মন খারাপ ছিল প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার। এরই মাঝে এসেছে আরেক দুঃসংবাদ। পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন এই বলিউড অভিনেত্রীর পিসেমশাই রমণ হান্দা। যে কারণে প্রিয়জনকে হারিয়ে এখন শোকে কাতর প্রিয়াঙ্কা। বর্তমানে অভিনেত্রী যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। সেখানে পৌঁছে গেছে পিসেমশাইকে হারানোর দুঃসংবাদটি। শোক প্রকাশ করতেও এক মুহূর্ত দেরি করেননি এই বলিউড ডিভা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শোক প্রকাশ করে প্রিয় মানুষটিকে উদ্দেশ করে প্রিয়াঙ্কা লিখেছেন, 'তুমি সব সময়ে আমাদের মনে থেকে যাবে। এবার শান্তিতে বিশ্রাম নাও রমণ পিসেমশাই। ওম শান্তি।' এই পোস্টে প্রিয়াঙ্কা তাঁর তুতো বোন অভিনেত্রী মানারা চোপড়া ও পিসি কামিনী চোপড়াকেও ট্যাগ করে দিয়েছেন।

এ খবরের পাশাপাশি ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজার আরও জানিয়েছে, প্রয়াত রমণ হান্দা একই সঙ্গে বলিউড ডিভা প্রিয়াঙ্কার পিসেমশাই এবং 'বিগবস্ ১৭'-খ্যাত অভিনেত্রী মানারা চোপড়ার বাবা। সোমবার মুম্বাইতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। মানারার পরিবারের পক্ষ থেকেই একটি পোস্টের মাধ্যমে রমণ হান্দার মৃত্যুর খবর প্রকাশ করা হয়।

সেই পোস্টে লেখা ছিল, 'গভীর শোক ও দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের বাবা পরলোকগমন করেছেন। আমাদের পরিবারের শক্তির স্তম্ভ ছিলেন তিনি।'

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো আরও জানিয়েছে, বুধবার মুম্বাইতে দুপুর ১টায় রমণ হান্দার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। তবে পিসেমশাইয়ের শেষকৃত্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রিয়াঙ্কা মুম্বাইতে আসবেন কিনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

সোমবার বাবার মৃত্যুর খবর জানতে কাঁদতে কাঁদতে মুম্বাই ছোটেন মানারা চোপড়া। বিমানবন্দরে ছবিশিকারিদের ক্যামেরায় সেই মুহূর্ত ধরা পড়ে। সঙ্গে ছিলেন মানারার বোন মিতালি। তবে মানারার বাবার মৃত্যুতে এখনও শোকপ্রকাশ করেননি মানারার আরেক দিদি অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া। তাঁর পক্ষ থেকে কোনো বিবৃতি আসেনি।

প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে মানারার সম্পর্ক ভালো হলেও পরিণীতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব একটা মধুর নয়। এমনকি পরিণীতির সঙ্গে তাঁর চেহারায় মিল রয়েছে বলাতেও আপত্তি জানিয়েছিলেন মানারা।

ফিলিস্তিনের পক্ষে সরব হওয়ায় আক্রমণের মুখে ভারতীয় অভিনেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফিলিস্তিনের পক্ষে সরব হয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো আক্রমণের মুখে পড়লেন বলিউড অভিনেত্রী স্বরা ভাস্কর। গাজা এবং সমগ্র ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি জানিয়ে মুম্বাইয়ের আজাদ ময়দানে আয়োজিত এক সভার প্রচার করে আক্রমণের মুখে পড়েছেন তিনি।

সমাজতান্ত্রিক দলগুলো—সিপিআই, সিপিআইএম, সিপিআইএমএল, আরএসপি ও সমাজবাদী পার্টিসহ একাধিক বামপন্থী সংগঠনের উদ্যোগে আগামী ১৮ জুন মুম্বাই শহরে আয়োজিত হচ্ছে ওই সংহতি সভা। যেখানে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে আওয়াজ তোলা হবে।

এই কর্মসূচির পোস্টার নিজেই সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেন স্বরা। সেই পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'মুম্বাই শহরের মানুষ, ১৮ জুন সকলে ফিলিস্তিনের জন্য উপস্থিত থাকবেন।' তবে ওই পোস্ট ঘিরেই দেখা গেছে মিশ্রপ্রতিক্রিয়া। অনেকেই কমেন্টের মাধ্যমে স্বরাকে আক্রমণ করেছেন।

এক নেটিজেন মন্তব্য করেন, 'পেহেলগামে হামলার সময়ে তো আপনাকে এমন সরব হতে দেখা যায়নি। নিহতদের জন্য তো মুম্বাইবাসীদের ডেকে সভা করেননি। ফিলিস্তিদের জন্য এত কান্না কেন।' এমন কটাক্ষের মধ্যেও অনেকেই স্বরার পাশে দাঁড়িয়েছেন। তারা মনে করছেন, এই সময়ে ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়ানো মানবিক দায়িত্ব।

সিনেমা থেকে অরুণাকে জোর করে বাদ দেন রেখা!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অরুণা ইরানি বলিউডের এক নামি নাম। কাজ শুরু করেছিলেন যখন, তখন তার প্রতিভা মোটেই কম ছিল না। তবে রেখা নিজে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে অরুণাকে সিনেমা থেকে বের করে দিয়েছিলেন, এমন দাবি করেছেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী।

অরুণার বলেন, প্রযোজকদের জন্য একটা সিনেমা শেষ হতে ছয় বছর সময় লেগে গিয়েছিল। আমার একদম প্রধান চরিত্র ছিল। এমন চরিত্র করার জন্য যেকোনো নায়িকাই অপেক্ষা করে থাকেন। কিন্তু আমার চরিত্রটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিছু মানুষের কথায়। অরুণার চরিত্রটা বেশ ভালো, তাই ওটা রাখতে দেওয়া যাবে না, এমনটা ভেবেছিলেন রেখাজি। বলেছিলেন, না, ওটা রাখতে দেওয়া যাবে না।

সিনেমা সংশ্লিষ্ট অনেকের ধারণা, এই চরিত্র রাখলে সিনেমায় রেখার গুরুত্ব করতো। সেই কারণে হয়তো এমন নোংরা রাজনীতি করে অরুণাকে বাদ দিতে পারেন রেখা।

এ কথা ঠিক, বলিউডের সিনেমার প্রধান মুখ হয়ে খুব বেশি কাজ করেননি অরুণা। যদিও বহু সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। যেসব চরিত্র করেছেন, তাতে নজর কেড়েছেন। কিন্তু বলিউডে নায়িকারের মধ্যে একে-অন্যকে বাদ দিয়ে দেওয়ার যে চর্চা চলতো, সেই চিত্রটা সামনে এসেছে অরুণার এমন স্বীকারোক্তিতে।

রেখা অবশ্য তার বিরুদ্ধে ওঠা এমন অভিযোগ নিয়ে কোনো কিছু খোলাসা করেননি। অবশ্য শুধু রেখা-অরুণার ঠান্ডা লড়াই নয়, বলিউডে রেখার সঙ্গে আরও কিছু নায়িকার তীব্র লড়াই নিয়ে আলোচনা চলে আজও।

ক্লাব বিশ্বকাপের যৌক্তিকতা দেখছেন না লা লিগা সভাপতি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বড় পরিসরে ক্লাব বিশ্বকাপ আয়োজনের কোনো যৌক্তিকতা দেখছেন না লা লিগা সভাপতি হাভিয়ের তেবাস। ফুটবল ক্যালেন্ডার থেকে এই টুর্নামেন্টকে বাদ দেওয়া উচিত বলে মনে করছেন তিনি।

আগে থেকেই নতুন আঙ্গিকের ক্লাব বিশ্বকাপের সমালোচনা করে আসছেন তেবাস। গত সপ্তাহে তিনি বলেছিলেন, এই টুর্নামেন্টটি 'সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।' টুর্নামেন্টে গত সোমবার লস অ্যাঞ্জেলেস এফসির বিপক্ষে চেলসির ২-০ গোলে জয়ের ম্যাচ ২৫ মিনিট দেখার পর তার মনে হয়েছে, এটি যেন কোনো প্রীতি ম্যাচ।

ভবিষ্যতে ক্লাব বিশ্বকাপ আয়োজনে ফিফা কীভাবে আরও ভালো কাজ করতে পারে- এক অনুষ্ঠানে এমন প্রশ্নে তেবাস

বলেন, "এটিকে বাদ দিয়ে। আমার লক্ষ্য হলো আর কোনো ক্লাব বিশ্বকাপ থাকবে না, এ বিষয়ে আমি খুব পরিষ্কার। এর কোনো জায়গা নেই। এই মডেলটি ঘরোয়া লিগগুলোর পরিবেশকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে ইউরোপে।"

ক্লাব বিশ্বকাপকে আগের মতোই রাখা উচিত বলে মনে করেন ৬২ বছর বয়সী তেবাস। তিনি জানান, "আমাদের যে পরিবেশ আছে, তা বজায় রাখতে হবে এবং এটিকে বাদ দিতে হবে। (ক্লাব বিশ্বকাপ) আগের মতোই রাখতে হবে, যখন এটি মূলত এক সপ্তাহ ধরে খেলা হতো।"

ক্লাব বিশ্বকাপে কোনো ম্যাচ দেখেছেন কিনা, এমন প্রশ্নে তেবাসের উত্তর, "চেলসির ম্যাচটি কিছুটা দেখেছি এবং এটিকে প্রাক-মৌসুমের প্রীতি ম্যাচের মতো মনে হচ্ছিল। কোনো তীব্রতা দেখতে পাইনি, অন্তত ২৫ মিনিট ধরে আমি যা দেখেছি।"

আটলান্টায় এ দিন ৭১ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার স্টেডিয়ামে দর্শক উপস্থিতি ছিল কেবল ২২ হাজার ১৩৭ জন। প্রায় ৫০ হাজারের মতো আসন ফাঁকা থাকা নিয়ে চেলসি কোচ এন্টসো মারেস্কা বলেন, "আমার মনে হয় পরিবেশটা কিছুটা অদ্ভুত ছিল, স্টেডিয়াম প্রায় খালি ছিল, পূর্ণ ছিল না।"

এবারই প্রথম ৩২ দল নিয়ে হচ্ছে ক্লাব বিশ্বকাপ। যুক্তরাষ্ট্রেরমাসব্যাপী আসরটি শুরু হয়েছে গত শনিবার। ফাইনাল হবে আগামী ১৩ জুলাই। এবার স্প্যানিশ ক্লাবগুলোর মধ্যে খেলছে রিয়াল মাদ্রিদ ও আতলেতিকো মাদ্রিদ। প্রতি চার বছর পরপর হবে এই টুর্নামেন্ট।

নিকোর সঙ্গে চুক্তির বিষয়ে বার্সার সমঝোতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এস্পানিওল থেকে তরুণ স্প্যানিশ গোলরক্ষক হুয়ান গার্সিয়াকে কিনেছে বার্সেলোনা। তার দাম পড়েছে ২৫ মিলিয়ন ইউরো। যদিও কাতালানরা এখনো তাকে নিবন্ধন করাতে পারেনি। এর মধ্যে সংবাদ মাধ্যম ফুটমার্কেতো জানিয়েছে, তরুণ স্প্যানিশ উইঙ্গার নিকো উইলিয়ামসের সঙ্গে চুক্তির বিষয়ে সমঝোতা হয়ে গেছে বার্সার।

আগামী মৌসুমের জন্য বার্সা একজন লেফট উইঙ্গার খুঁজছে। গত মৌসুমে থেকেই বার্সায় যোগ দেওয়ার আলোচনায় ছিলেন নিকো। মৌসুম শেষে পুনরায় ওই আলোচনা শুরু হয়। তাকে দলে নেওয়ার লড়াইয়ে ছিল চেলসি, বায়ার্ন মিউনিখ ও আর্সেনাল।

তবে বার্সা শেষ পর্যন্ত নিকোকে দলে নেওয়ার বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছে গেছে। ছয় বছরের চুক্তি হতে যাচ্ছে দুই পক্ষের মধ্যে। যার অর্থ ২০৩১ সাল পর্যন্ত কাতালান শিবিরে থাকবেন তিনি। চুক্তির অর্থের বিষয়ে অ্যাথলেটিকো বিলবাও অবশ্য আগেই পরিষ্কার বার্তা দিয়ে রেখেছে।

নিকোর রিলিজ ক্লজ ৫৮ মিলিয়ন ইউরো। এর এক পয়সা কমে তরুণ এই উইঙ্গারকে ছাড়বে না তারা। বার্সা ওই রিলিজ ক্লজ দিয়েই স্প্যানিশ তরুণকে দলে নিচ্ছে। চুক্তি যদি ঠিকঠাক সম্পন্ন হয় বার্সা থেকে মৌসুমে ১২ মিলিয়ন ইউরোর মতো বেতন পাবেন নিকো।

বার্সার তরুণ তারকা লামিনে ইয়ামালের ভালো বন্ধু নিকো। তাকে ক্যাম্প ন্যুতে ভেড়াতে লামিনে বড় ভূমিকা রেখেছেন বলে সংবাদ মাধ্যম দাবি করেছে। তবে নিকোর সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করে নিবন্ধন করাতে হলে বার্সার কয়েকজনকে বিক্রি করে বা ধারে অন্য ক্লাবে পাঠিয়ে আর্থিক কাঠামো অর্জন করতে হবে।

ট্রাম্পকে বিশেষ বার্তা সংবলিত জার্সি উপহার দিলেন রোনালদো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইরান-ইসরায়েল উত্তেজনার মাঝেই আলোচনায় এলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম এই মহাতারকা এবার একটি বিশেষ বার্তা লেখা জার্সি উপহার দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। কানাডায় অনুষ্ঠিত জি-৭ সম্মেলনের সময় ট্রাম্পের হাতে এই উপহার তুলে দেওয়া হয়।

পর্তুগালের হয়ে ইউরো নেশন্স লিগ জেতার সময়ের সেই জার্সিটিতে ছিল রোনালদোর স্বাক্ষর ও বিশেষ বার্তা, 'প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য উপহার, শান্তির জন্য খেলছি, সিআর৭।' ট্রাম্প বার্তাটি পড়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এবং বলেন, 'দুর্দান্ত, আমি এটাই পছন্দ করি। শান্তির জন্য খেলা।'

উপহারটি ট্রাম্পের হাতে তুলে দেন ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ও পর্তুগালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী অ্যান্তোনিও কস্তা।

এসময় ট্রাম্প রোনালদোকে সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার বলে প্রশংসা করেন, 'তারা বলে যে তিনিই (রোনালদো) সর্বকালের সেরা (ফুটবলার)।'

তবে রোনালদোর এই উপহার নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কেউ সাধুবাদ জানাচ্ছেন, কেউ আবার সমালোচনা করছেন ট্রাম্পকে উপহার দেওয়াকে কেন্দ্র করে। বর্তমানে রোনালদো রয়েছেন বিশ্রামে। ক্লাব বিশ্বকাপে জায়গা পায়নি তার ক্লাব আল নাসর। জাতীয় দল পর্তুগালেরও এখন কোনো ম্যাচ নেই।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR